দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 AUG 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

# ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণ প্রসঙ্গ

মাওলানা আব্দুল হান্নান তরুকখলী

ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুন রক্ষার মাইলফলক হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার ধারক ও বাহক। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর হতেই মাদ্রাসা শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। ক্রমক্রমে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দারে আরকামে স্থাপন করেন ইসলামের প্রথম মাদ্রাসা। আর তাতে সর্বপ্রথম শিক্ষক ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। অতঃপর মদীনার মসজিদে নববীতে অবস্থানকারী আসহাবে সুফফার জ্ঞানচর্চার সূত্র ধরে শুরু হয় এর ব্যাপক অগ্রযাত্রা। এরপর থেকে ইসলামের বিস্তৃতি যেখানেই হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারও সেখানে ঘটেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত ইতিহাস কিছুটা ঘাটলে আমরা এ শিক্ষার গুরুত্ব অতি সহজে বুঝতে পারবো। কারণ অতীতে মুসলিম সভ্যতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে মক্তব বা মাদ্রাসাকেই বুঝানো হতো। যেখানে শিক্ষাদান করা হতো কোরআন, হাদীস, তাফসীর, ফরায়েজ, রাজনীতিবিদ্যা, সমরবিদ্যা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, আইন শাস্ত্র, ফতোয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়াদি। যার ফলে মাদ্রসাগুলো থেকেই বেরিয়ে আসতেন আলেম, তাফসীরকারক, হাদীস বিশারদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমরকুশলী, রাষ্ট্রনায়ক, গণিতবিদ, চিকিৎসক, মুফতী ও কাজী। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আবিষ্কারক ছিলেন এ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ইবনে সীনা, আল-জাবের, আল-ফারাবী, আল-কিন্দী, আল-খারিজমীসহ অগণিত বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ, কিন্তু মুসলমানগণ মাদ্রাসা শিক্ষার এ মূল্যবান সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারাকে ধরে রাখতে পারেনি। আজ মুসলিম দেশের সংখ্যা ও মুসলিম জনসংখ্যা বিপুল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা দেশে দেশে নির্যাতিত বঞ্চিত ও অবহেলিত। মুসলমানরাই আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে রয়েছে। এর মূল কারণ হলো- মুসলমানরা আজ ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, ইসলামী আদর্শ শিক্ষার মূল বুনিয়াদ সেই মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রেও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। মুসলিম রাষ্ট্রেও মাদ্রাসা শিক্ষা আজ অবহেলিত এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের যেন কোন অভিভাবক নেই।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মুসলিম প্রধান দেশ। এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাই বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকার কর্তৃক জেনারেল শিক্ষার জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে, শিক্ষার মূল ভিত্তি। সেই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার যুদ্ধাংদেহী মনোভাব নিয়ে সর্বাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন, একের পর এক শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছেন, বিল্ডিং তৈরি করছেন, শিক্ষকদেরকে নানান রকম সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। কিন্তু দেশের ইবতেদায়ী মাদ্রাসার বেলায় সরকারের সেই দান অনুদান সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তার কারণ কি? বাংলাদেশে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাই বা কয়টি? এসব মাদ্রাসার এত দুর্দশা কেন? এসব ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো জাতীয়করণ বা সরকারিকরণ করতে বাধা কোথায়? বাংলাদেশে সাঁইত্রিশ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমান সরকার আরো ২৪ হাজার বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ ঘোষণা করেছেন। এই ২৪ হাজার রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৯৬ হাজার শিক্ষক রয়েছেন। এদের চাকরিও সরকারি হচ্ছে। সব মিলিয়ে দেশে প্রায় ৬১ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে গেছে। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতার ৪১ বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত একটি ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সরকারি করা হয়নি। লাখ লাখ প্রাথমিক শিক্ষক সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও ইবতেদায়ী মাদ্রাসার একজন শিক্ষকও সেই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারছেন না। এরপরও মাদ্রাসা শিক্ষা ও শিক্ষকদের নিয়ে নানাভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে- মাদ্রাসায় লেখাপড়া হয় না। তাই মাদ্রসায় মেধাবী ছাত্র নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা সচরাচর দেখতে পাচ্ছি মাদ্রাসার ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন- তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছেন স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রদের সাথে। কোন কোন পরীক্ষায় মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রথম স্থান আবার কোন কোন পরীক্ষায় তারা দ্বিতীয় স্থান লাভ করছেন। দেশের নাম করা ভার্সিটিগুলোতে ভর্তিপরীক্ষা হলে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কুল-কলেজের ন্যায় মাদ্রাসায় সরকারের দান-অনুদান থাকলে মাদ্রাসা শিক্ষকরা শিক্ষাদানে সর্বদা তৎপর থাকতেন। ফলে মাদ্রাসায় মেধাবী ছাত্রের অভাব থাকতো না।

*ইবতেদায়ী মাদরাসা*

একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষকের প্রাথমিক বেতন আট হাজার টাকা। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন ১৭-১৮ হাজার টাকা। এছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। পক্ষান্তরে, একজন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রসার শিক্ষক প্রতিমাসে সরকার থেকে বেতন পান মাত্র পাঁচশ' টাকা। আর তাও পেয়ে থাকেন তিনমাস পর পর। অর্থাৎ তিন মাসে মোট পনেরশ' টাকা পেয়ে থাকেন। একজন প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন ৮ থেকে ১৮ হাজার টাকা পক্ষান্তরে, একই স্তরের ইবতেদায়ী মাদ্রাসার একজন শিক্ষকদের মাসিক বেতন মাত্র পাঁচশ' টাকা। এই পাঁচশ' টাকা বেতন পেয়ে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ কিভাবে দিনাতিপাত করেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় মাদ্রাসা থেকে কি মেধাবী লোক পাওয়া সম্ভব? উপরোক্ত সব সমস্যার মোকাবেলা করেও মাদ্রাসা শিক্ষা কোনমতে টিকে আছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষিত লোকেরাও দেশ ও জাতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সফল অবদান রেখে যাচ্ছেন। মাদ্রাসা শিক্ষার মূল হচ্ছে ইবতেদায়ী স্তর। এই ইবতেদায়ী স্তরকে পিছিয়ে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিলম্বে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। আর এজন্য সকল কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসা সরকারের মহান দায়িত্ব।

*লেখক : শিক্ষক ও নিবন্ধকার*